DEC. 8 2000

তারিখ ... পৃষ্ঠা · 8 · কলাম · 7

ঢাকা বইমেলা

জ্ঞানীজনেরা বই লইয়া বহুদিকদর্শী বাণী রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেইদিকে আমাদের তেমন একটা মনোযোগ নাই বলিলেই চলে। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, বাণীকে পুরাতনী হিসাবে বা অচল জ্ঞান হিসাবেই আজকাল বিবেচনা করা হয়। বরং লাগসই প্রযুক্তির মতন লাগসই শিক্ষার পর কর্মজীবনে প্রবেশ করিবার ইঁদুর দৌড়টিই বেশি লক্ষিত হইতেছে। সাহিত্য পাঠ করে নাই এমন লোক পৃথিবীতে মিলিবে না। কেননা, শিক্ষা বিষয়টিই সাহিত্য-সংস্কৃতিকেন্দ্রিক। কিন্তু শিশুরা যুবক হইয়া উঠিবার পর হইতেই দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নাই। সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে বিমুখ কর্মবীর মানুষ একটি জাতির উন্নতিতে কি অবদান রাখিতে সক্ষম তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। জীবন-জীবিকার জন্যেই মূলত সাক্ষর হওয়া, শিক্ষা গ্রহণ এবং তাহা কর্মে বিনিয়োগ, লক্ষ্যটা যদিও ইহাই, তাহার পরও শিক্ষার শিরদাঁড়াটা যে সংস্কৃতি-সাহিত্য ইহা যেন বিভিন্ন পেশাজীবী ভুলিয়া যান। সেজন্য আর্টস, কমার্স ও সায়েন্সের বিভিন্ন সাবজেক্টে জ্ঞানলাভকারীরা শিল্প সাহিত্যের পুস্তক পাঠে উৎসাহী নহে। এমন কি সারা জীবনে সাহিত্যের বই কিনে নাই এমন মানুষের দেখা ভূরি ভূরি মিলিবে। অথচ শৈশবেই 'জল পড়ে পাতা নড়ে' হইতে জ্ঞানার্জন শুরু হইয়াছিল। আজকাল শুরু দেখিয়া শেষ কেমন হইবে তাহা বলা যায় না। সাহিত্য বিষয় লইয়া পাস করিয়াও এমন অনেকে আছেন যাহারা জীবনে কোন সাহিত্য পুস্তক কিনেন নাই। ইহা অবাক হইবার মতোই তথ্য। ইহা যদি সত্য না হইবে, তাহা হইলে দেশের সৃজনশীল পুস্তকের বিক্রয় কেন এতো কম? আমরা দাবি করিয়া থাকি যে, দেশে সাক্ষরের হার শতকরা ৬২ শতাংশ, ইহার মধ্যে 'স্বাক্ষর' দিতে পারে শুধু তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ হইলেও বাকি ৩২ ভাগ শিক্ষিত মানুষ কেন জ্ঞানচক্ষু উন্মিলনের জন্যে পুস্তকের দ্বারস্থ হয় না? আপ্ত বাক্য হইতেছে যে, পুস্তক কিনিয়া কেহ দেউলিয়া হয় না। কিন্তু এই বাক্যের মর্মার্থ বুঝিবার মতো জ্ঞান হয়তো আমরা অর্জন করি নাই। আমরা পেটের ক্ষুধা মিটাইবার জন্যেই অহোরাত্র দৌড়ঝাঁপ করিয়া থাকি। কর্মক্ষেত্রের বাহিরে কোথায় কি হইতেছে তাহার কোনো খবর রাখি না। এই না রাখিবার সর্বশেষ তথ্য জানা গিয়াছে। 'ঢাকা পুস্তক মেলা' যেখানে হইতেছে, সেই মোহাম্মদপুর শারীরিক শিক্ষা কলেজ মাঠের মেলা সম্পর্কে আশপাশের লোকজন কিছুই জানে না। অথচ টিভি-রেডিও ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমেও দেশব্যাপী ঢাকা পুস্তক মেলার খবর ছড়াইয়াছে। উহা সত্ত্বেও মেলায় দর্শক ও ক্রেতার সংখ্যা নিতান্তই কম। হয়তো নতুন এবং প্রান্তিক এলাকায় মেলা আয়োজিত হইয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়া ক্রেতাদর্শকরা বই কিনিতে যায় নাই। শুধু ঢাকা বই মেলার কথাই বা বলি কেন, খোদ একুশে ফেব্রুয়ারির অমর চেতনাবাহী বই মেলায় বাংলা একাডেমীর চত্বরে জনসমাগমে পূর্ণ হইয়া উঠিলেও ক্রেতার আকাল থাকিয়াই যায়। সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র বাংলা একাডেমীর অমর একুশে বই মেলার দুর্দশা দেখিয়াও ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এ জাতি শিক্ষিত হয় নাই। নাই এ জাতির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারও। ঢাকা বই মেলায় বিক্রয় কেমন হইতেছে সে ব্যাপারে প্রকাশকদের অনুপস্থিতিই প্রমাণ দেয়। বিক্রয় কর্মীগণ নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বসিয়া থাকিয়া বুঝাইতেছে যে, এই মেলা রেওয়াজ চালু রাখিবার জন্যেই হইয়া থাকে। এই মেলা করিয়া প্রকাশকগণ লাভবান হইবে না- জানা সত্ত্বেও এই রমজানের মধ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। যাহারা উৎসুক হইয়া বইমেলায় যায়, তাহারা চারটা সাড়ে চারটার মধ্যেই ফিরিতে শুরু করে। ইহাতেই বোঝা যায়, মেলা জমিয়া উঠিবে না, উঠিবার কারণও নাই। ভবিষ্যতে ঢাকা বইমেলার স্থান নির্বাচনে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের কথা মনে রাখিলে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র উপকৃত যেমন হইবে, তেমনি ক্রেতাদর্শক দুই-ই পাইবে। তবে, ক্রেতা বাড়াইবার উপায় লইয়া পুস্তক মার্কেটিংয়ে যাহারা জ্ঞান ধারণ করেন, তাহাদের উপদেশ গ্রহণ এখনই প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।